14

ঠান্ডা যুদ্ধ
The Cold War

পূর্ব-পশ্চিমের সম্পর্ক ও ঠান্ডা যুদ্ধ (East-West Relations and Cold War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া বিশ্বের দুই অতি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়। রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের যুদ্ধকালীন মিত্রতা ঠান্ডা যুদ্ধে (Cold war) পরিণত হয়েছিল। ঠান্ডা যুদ্ধ বিশ্বকে দুটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করে। পূর্ব-পশ্চিমের বিরোধ ক্রমে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল সমস্যায় পরিণত হয়। তার ফলে সারা পৃথিবীতে নিরাপত্তা জোটের জাল বিস্তৃত হয়। ঠান্ডা যুদ্ধের তীব্রতা মাঝে মাঝে হ্রাস পেয়ে সাময়িক বোঝাপড়ার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিশ্বের দ্বিমেরু ব্যবস্থার মধ্যে ফাটল দেখা যায় ও বহু শক্তিকেন্দ্রের উদ্ভব হয়। এখন বিশ্বরাজনীতিকে দ্বিমেরুকেন্দ্রিক না বলে বহুমেরুকেন্দ্রিক বলাই সঙ্গত। 1990-এর দশকে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান হয়েছে।

ঠান্ডা যুদ্ধ (Cold War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট শিবিরের মধ্যে বিশেষ করে দুই অতি বৃহৎ শক্তির (Super powers) মধ্যে তীব্র শক্তিগত ও মতাদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা হয়। কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট শিবিরের মধ্যে সকল প্রকার বিরোধকেই ঠান্ডা যুদ্ধ রূপে অভিহিত করা হয়। অনেকের মতে ওয়াল্টার লিপম্যানই সর্বপ্রথম ঠান্ডা যুদ্ধ (cold war) শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি ঠান্ডা যুদ্ধের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দ্য ওয়াশিংটন পোস্টে কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। 1947 সালে ঐ প্রবন্ধগুলির সংকলন এক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের নাম ছিল "The Cold War : A Study in Foreign Policy". 1947 সালে মার্কিন কূটনীতিবিদ বার্নার্ড বারুচও ঠান্ডা যুদ্ধ শব্দটি ব্যবহার করেন। তারপর থেকে ঠান্ডা যুদ্ধ শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। 1955 সালের 18 ই জুলাই জেনিভায় রাশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী বুলগানিনও ঠান্ডা যুদ্ধ শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁরা সকলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, বিদ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাকেই এককথায় ঠান্ডা যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। ঠান্ডা যুদ্ধ বলতে সশস্ত্র যুদ্ধ না হলেও যে তীব্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল তাকেই বোঝায় (It may be defined as a state of intensive competition, political, economic and ideological which yet falls below the threshold of armed conflict between western powers and Soviet block.)।[1]

ঠান্ডা যুদ্ধ বলতে যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয়, বরং অস্বস্তিকর শান্তির অবস্থা বোঝায়। ওয়াল্টার রেমন্ডের মতে, ঠান্ডা যুদ্ধের দ্বারা রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতাদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিস্থিতিকে বোঝায়। ঠান্ডা যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রকৃত যুদ্ধ না করে অত্যন্ত বিরোধিতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা হয়েছিল। ঠান্ডা যুদ্ধ তাই যুদ্ধহীন যুদ্ধ। অধ্যাপক ফ্রিডম্যানের মতে, ঠান্ডা যুদ্ধকে গরম যুদ্ধের একটা স্তর হিসাবে গণ্য করা ঠিক নয়। ঠান্ডা যুদ্ধ হল যুদ্ধের একটা নতুন কৌশল। আর বার্নেট ঠান্ডা যুদ্ধকে গরম শান্তি বলে বর্ণনা করেছেন। জন কেনেডি ঠান্ডা যুদ্ধকে শক্ত ও তিক্ত শান্তি বলে বর্ণনা করেছেন।

1. Peter Calvocoressi, *World Politics since* 1945, 6th edition, Longman, London and New York, 1991, p. 3.

ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা (Origin of the Cold War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমী শক্তিবর্গ ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধকালীন মিত্রতার পরিবর্তে তীব্র মনোমালিন্য শুরু হয়। সেই মনোমালিন্য শেষপর্যন্ত ঠান্ডা যুদ্ধে পরিণত হয়। অনেকে 1946 সালে চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা, ট্রুম্যান নীতি ও মার্শাল পরিকল্পনাকে ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা হিসাবে চিহ্নিত করেন। তবে অধিকাংশ লেখকের মতে ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনাকে কোন নির্দিষ্ট ঘটনার মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায় না। 1946 সালের ফেব্রুয়ারিতে মস্কোয় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ কেনান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট প্রেরিত এক গোপন বার্তায় রাশিয়ার প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণের জন্য আবেদন জানান। তারপরই 1946 সালের 5 ই মার্চ ঘোষিত ফুলটন বক্তৃতাকে অনেকে ঠান্ডা যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হিসাবে উল্লেখ করেন। সেই বক্তৃতায় চার্চিল বলেছিলেন, " কেউ জানে না রাশিয়া ও তার আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থা ভবিষ্যতে কি করবে। বাল্টিক উপসাগর থেকে অ্যাড্রিয়াটিক উপসাগর পর্যন্ত এক লৌহ যবনিকা নেমে এসেছে" ("Nobody knows what Soviet Russia and its communist international organization intend to do in the immediate future". From stettin in the Baltic to "Trieste in the Adriatic, an iron curtain has decended across the continent.")। চার্চিল রাশিয়ার সঙ্গে নিশ্চিত বিরোধের সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তবে ঠান্ডা যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের আমলে। 1947 সালের 12 ই মার্চ ট্রুম্যান ঘোষণা করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হবে, যেসব স্বাধীন জনগণ সশস্ত্র সংখ্যালঘুদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বা বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তাদের সাহায্য করা ("I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or the outside pressure.")। ট্রুম্যান নীতি ঘোষণার তিন মাসের মধ্যেই পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক সঞ্জীবনের জন্য মার্শাল পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। ট্রুম্যান নীতি ও মার্শাল পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা হয়। 1947-48 সাল থেকে 1950 সালের মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে। প্রথমে ঠান্ডা যুদ্ধ ইউরোপে নিবদ্ধ ছিল। জার্মান সমস্যা ও বার্লিন ব্লকেডের মধ্য দিয়ে ঠান্ডা যুদ্ধের অন্ধকার পর্ব শুরু হয়। ঠান্ডা যুদ্ধ ক্রমে ক্রমে এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকাতে বিস্তৃত হয়।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই বিশ্বে কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট শিবিরের মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল।
- দুই শিবিরের মধ্যে তীব্র আদর্শগত ও শক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেই ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল।

ঠান্ডা যুদ্ধের কারণ (Causes of Cold War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা হলেও ঠান্ডা যুদ্ধের কারণ বহু আগে থেকেই ইতিহাসে নিহিত ছিল। 1917 সালে রাশিয়াতে বলশেভিক বিপ্লবের জয় ও কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের তীব্র বিরোধ শুরু হয়। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি রাশিয়াকে স্বীকৃতি দানে অসম্মত হয় ও 1933 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি জানায়। সোভিয়েত রাশিয়ার উপর জার্মান আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়া মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগদান করতে বাধ্য হয় ও আত্মরক্ষার তাগিদে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র পুরাতন অবিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করে। ঐতিহাসিকগণ ঠান্ডা যুদ্ধের কারণ হিসাবে কতকগুলি সমস্যার উল্লেখ করেছেন।

- **পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের প্রসার**

  দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগে এবং পরেই পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব দেশের মধ্যে ছিল পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া। ঐসব দেশে রাশিয়ার নেতৃত্বে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থার প্রসারে পশ্চিমী শক্তিবর্গ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

- **পশ্চিম ইউরোপে কমিউনিস্ট-ভীতি**

  পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফ্রান্স, ইতালি, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও বেলজিয়ামে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর বিরোধিতা নীতি অনুসরণ করতে থাকে।

- **ইরান নিয়ে মতবিরোধ**

ইরানে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয় নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের মতপার্থক্য দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপে রাশিয়া ইরান থেকে তার সৈন্যাপসারণে স্বীকৃত হয়। এই ঘটনায় রাশিয়ার প্রতি পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে তীব্র সন্দেহ ও অবিশ্বাস সঞ্চারিত হয়।

- **গ্রীস ও তুরস্কের ঘটনা**

1945 সালে গ্রীসে সাধারণ নির্বাচনের পর বিজয়ী সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থী গেরিলারা যুদ্ধ শুরু করে। তার ফলে গ্রীসে তীব্র গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। শীঘ্রই কমিউনিস্ট সৈন্যবাহিনী বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে। গ্রেট ব্রিটেন এককভাবে আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের কাছে আবেদন জানান। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান গ্রীসে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রেরণ করেন। তার ফলে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের অবিশ্বাস, সন্দেহ ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়।

1945-47 সালের তুরস্কের ঘটনাবলী পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ তীব্রতর করে তোলে।

যুদ্ধ শেষে রাশিয়া 1935 সালের কনভেনশন সংশোধন ও তুরস্কের পূর্বে অবস্থিত প্রদেশের উপর তার দাবি পেশ করে। রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের কাছাকাছি সব দেশের কাছে তার প্রণালী উন্মুক্ত রাখা ও কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে অবস্থিত নয় এমন দেশের ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থা ছাড়া ঐ প্রণালী দিয়ে যুদ্ধজাহাজ যাতায়াতের উপর নিষেধ জারি করার জন্য তুরস্কের উপর চাপ সৃষ্টি করে। তুরস্ক রাশিয়ার দাবি অগ্রাহ্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান তুরস্কের আবেদনে সাড়া দিয়ে তুরস্কে বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য প্রেরণ করেন। তুরস্কে প্রেরিত মার্কিন সাহায্য পূর্ব-পশ্চিমের ঠান্ডা যুদ্ধকে তীব্র করে তোলে। ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনার ক্ষেত্রে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সমস্যাও ছিল।

- **জার্মান সমস্যা**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান সমস্যা ছিল পূর্ব-পশ্চিমের বিরোধের অন্যতম কারণ। যুদ্ধ শেষে জার্মানি দু'ভাগে বিভক্ত হল—পশ্চিম জার্মানিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও পূর্ব জার্মানিতে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বার্লিনও দুভাগে বিভক্ত হয়। বার্লিন ব্লকেড ও 1948-49 সালের এয়ার লিফ্‌টের ঘটনা রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরোধকে তীব্র করে তুলেছিল।

- **শান্তিচুক্তি বিষয়ে মতবিরোধ**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে চুক্তি বিষয়ে পূর্ব ও পশ্চিম শিবিরের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য দেখা যায়। সান ফ্রান্সিসকো চুক্তি বিষয়ে রাশিয়া তীব্র আপত্তি জানায়। অস্ট্রিয়ার সঙ্গেও শান্তিচুক্তি বিষয়ে তীব্র মতপার্থক্য দেখা যায়।

এইভাবে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত নেতৃত্বে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থার প্রসার, ইরান, গ্রীস ও তুরস্কের সমস্যা,জার্মান সমস্যা ও শান্তিচুক্তি বিষয়ে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের মতবিরোধ বিশ্বে পূর্ব ও পশ্চিম শিবিরের মধ্যে তীব্র ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা করেছিল। উভয় শিবিরের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঠান্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছিল।

সুতরাং ঠান্ডাযুদ্ধের সূচনার কারণ—

1. দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের (পশ্চিমী গণতান্ত্রিক শিবির ও কমিউনিস্ট শিবির) মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ।
2. অনেকের মতে দুই শিবিরের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধের জন্য ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। কমিউনিস্ট শিবির মনে করত যে পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলো ধনতন্ত্রবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের সমর্থক। তারা পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোকে শোষণ করছে। সেই কারণে ধনতন্ত্রের অগ্রগতি রোধ করা প্রয়োজন। পশ্চিমী গণতান্ত্রিক শিবির প্রচার করত যে কমিউনিজম স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও মানব অধিকার লঙ্ঘন করে।

3. কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট শিবিরের মধ্যে শক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল।
উভয়পক্ষের অনমনীয় মনোভাব ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা করেছিল।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- ঐতিহাসিকগণ ঠান্ডা যুদ্ধের কতকগুলি কারণ চিহ্নিত করেছেন, যেমন—পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত আধিপত্য বিস্তার; ইরান, গ্রীস ও তুরস্ক বিষয়ে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে (পূর্বতন) সোভিয়েত রাশিয়ার মতভেদ, জার্মান সমস্যা ও শান্তি চুক্তি বিষয়ে মতভেদ প্রভৃতি।

ঠান্ডা যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায় (Different Phases of Cold War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ঠান্ডা যুদ্ধ কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

প্রথম পর্যায় (1945-50)

পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাশিয়ার নেতৃত্বে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরই ঠান্ডা যুদ্ধের প্রথম পর্যায় শুরু হয়। রাশিয়া সমস্ত পূর্ব ইউরোপে তার প্রভাব সুসংহত করে ইরান, গ্রীস ও তুরস্কে প্রভাব বিস্তারে অগ্রসর হলে পশ্চিম ইউরোপের শক্তিবর্গ খুব আতঙ্কিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিরোধের জন্য এক নতুন নীতি ঘোষণা করে। ঐ নীতিই বিখ্যাত ট্রুম্যান নীতি নামে খ্যাত। 1947 সালের 12 ই মার্চ মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে সঙ্কোচন নীতি (Containment policy) ঘোষণা করেন। ট্রুম্যান ঘোষণা করেন যে, বিশ্বের যেসব স্বাধীন মানুষ দেশের আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংখ্যালঘুদের ও বাইরের চাপ প্রতিরোধের জন্য সংগ্রাম করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সাহায্য করবে। ট্রুম্যান পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মার্কিন প্রভাবের এলাকা প্রতিষ্ঠা ও সামরিক সক্রিয়তার নীতি ঘোষণা করেন। ট্রুম্যান নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে নতুন দিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। ট্রুম্যান নীতির মাধ্যমে একথাই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, ইউরোপে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জার্মানির দুর্বলতার জন্যে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই শূন্যতা পূরণ করে ইউরোপে তার প্রভাব প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। ট্রুম্যান নীতি একথাও ঘোষণা করেছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ প্রভাব সম্প্রসারিত করে সোভিয়েত প্রভাব প্রতিরোধে সংকল্পবদ্ধ।

ট্রুম্যান নীতি ঘোষণার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল পরিকল্পনা অনুমোদন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুভব করেছিল যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপে কমিউনিজমের প্রভাব প্রতিরোধের জন্য পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন আশু প্রয়োজন। 1947 সালের 5 ই জুন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জর্জ সি. মার্শাল ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে মার্কিন নীতি বিশ্লেষণ করেন। ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তাই মার্শাল পরিকল্পনা নামে পরিচিত। 1948 সালে মার্শাল পরিকল্পনা চালু হয়। পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে মার্শাল পরিকল্পনা বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। মার্শাল পরিকল্পনার প্রত্যুত্তরে রাশিয়া পূর্ব ইউরোপের অর্থনৈতিক সঞ্জীবনের জন্য Council for Mutual Economic Assistance (কামেকন) প্রতিষ্ঠা করেছিল। জার্মানির বিভাজন, বার্লিন ব্লকেড, 1948-49 সালের এয়ার লিফট ঠান্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছিল।

ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য 1948 সালের মার্চে ব্রাসেলস চুক্তি ও উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা গঠন করে। 1948 সালে চীনে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। তাইওয়ানকে প্রদত্ত মার্কিন সমর্থন ও সাহায্য রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শিবিরের বিরোধ তীব্রতর করে তুলেছিল।

দ্বিতীয় পর্যায় (1950-53)

1950 সালে ঠান্ডা যুদ্ধের কেন্দ্র পূর্ব এশিয়াতে স্থানান্তরিত হয়। কোরিয়ার যুদ্ধ পরোক্ষে রাশিয়া ও আমেরিকার যুদ্ধে পরিণত হয়। ঠান্ডা যুদ্ধ গরম যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। 1953 সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর কোরিয়া যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় পর্যায় (1953-59)

1953 সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ঠান্ডা যুদ্ধের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পায়। ক্রুশ্চেভ পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রতি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নতুন নীতি ঘোষণা করেন।

কোরিয়া যুদ্ধের শেষে ঠান্ডা যুদ্ধ ইন্দোচীন ও পশ্চিম এশিয়াতে স্থানান্তরিত হয়। 1954 সালে জেনিভা কনফারেন্সে লাওস ও কাম্বোডিয়াকে স্বাধীনতা দান করা হয় ও ভিয়েতনাম দু'ভাগে বিভক্ত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে কমিউনিস্ট প্রভাব প্রতিরোধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে South-East Asian Treaty স্বাক্ষর করে। 1953-58 সালের মধ্যে পশ্চিম এশিয়াতে ঠান্ডা যুদ্ধ স্থানান্তরিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1955 সালে বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষর করে, যা পরবর্তীকালে Central Treaty Organization-এ রূপান্তরিত হয়। 1957 সালের 5ই মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আইসেনহাওয়ার নীতি ঘোষণা করা হয়। আইসেনহাওয়ার নীতির মূল লক্ষ্য হল মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত প্রভাব প্রতিরোধ করা। 1956 সালে হাঙ্গেরির বিদ্রোহ ও সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য সোভিয়েত হস্তক্ষেপ ও 1958 সালের বার্লিন সমস্যার ফলে ঠান্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পায়। অবশ্য 1959 সালের ক্যাম্প ডেভিড আলোচনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সম্পর্কের উন্নতি সাধন করে।

চতুর্থ পর্যায় (1959-62)

1959 সালের ক্যাম্প ডেভিড সম্মেলনে 1960 সালের মে মাসে প্যারিসে বার্লিন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা হবে বলে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্যারিস সম্মেলনের ঠিক আগে U-2-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শীর্ষ সম্মেলন বাতিল করা হয়। 1961 সালে বার্লিনকে কেন্দ্র করে ঠাণ্ডা যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে। 1961 সালের আগস্টে নির্মিত বার্লিন প্রাচীর দুই শিবিরের মধ্যে তীব্র মনোমালিন্য সঞ্চার করেছিল। 1962 সালে কিউবা সমস্যাকে কেন্দ্র করে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ শুরুর উপক্রম হয়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ পরিহার করা সম্ভব হয়। তারপরই ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা কমে যায় এবং রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে দ্যতাঁত প্রতিষ্ঠিত হয়।

পঞ্চম পর্যায় (1979-85)

1970-এর দশকের শেষে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপ ও তার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ মার্কিন প্রতিক্রিয়ার ফলে দ্যতাঁত (Detente) নষ্ট হয় ও নতুনভাবে ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হয়। আফগানিস্তান উত্তেজনার কেন্দ্রে পরিণত হয়। আফগান সমস্যার সঙ্গে ইরাক-ইরাকের যুদ্ধ, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে পশ্চিমী শক্তির উপস্থিতি, ভারত মহাসাগরে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে তীব্র সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উভয়ের মধ্যে তীব্র অস্ত্র প্রতিযোগিতার ফলে বিশ্বে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।[2] 1985 সালে রেগন ও গর্বাচেভের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলনের পর রাশিয়া ও আমেরিকার সম্পর্কের দ্রুত উন্নতি হয়। পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে গভীরভাবে দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক আলোচনার ফলে 1987 সালের ডিসেম্বরে উভয় রাষ্ট্র INF চুক্তি স্বাক্ষর করে ও নতুন Strategic Arms Reduction Agreement (START) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 1988 সালের জুনে রেগনের মস্কো সফরের ফলে উভয় দেশের সম্পর্কের আরও উন্নতি হয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মতে গর্বাচেভ রাশিয়ার অর্থনৈতিক সংস্কার ও সোভিয়েত রাজনীতিতে গণতন্ত্রীকরণের যে কার্যসূচি গ্রহণ করেছেন তার সার্থক রূপায়ণের জন্য আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির ফলে দ্যতাঁত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও ঠাণ্ডা যুদ্ধ প্রশমিত হয়েছে।

বস্তুতঃ বিভিন্ন কারণে বিশ্বে ঠান্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পায় ও দ্যতাঁত প্রতিষ্ঠিত হয়। 1950-এর দশকে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত নেতারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে নীতি ঘোষণা করেছিলেন তার ফলে পূর্ব ও পশ্চিম শিবিরের মধ্যে বিরোধের তীব্রতা হ্রাস হয়েছিল। পরবর্তী কালে বিশ্বের দুই শিবিরের ঐক্যবদ্ধতার মধ্যেই ফাটল দেখা যায়। ঐরূপ ফাটলের ও ভাঙনের পরিপ্রেক্ষিতে ঠান্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঠান্ডা যুদ্ধের পথ পরিত্যাগ করে দ্যতাঁতের পথ বেছে নিয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও পশ্চিম ইউরোপীয়ান দেশগুলির অধিকতর স্বাধীন নীতি অনুসরণের আগ্রহ ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস করে দ্যতাঁত প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছিল। চীন-সোভিয়েত বিরোধ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের নতুন বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়া ঠান্ডা

2. Ibid., p. 47

যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস করেছিল। সর্বোপরি রাশিয়ার ঘোষিত অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও গণতন্ত্রীকরণের নীতি ঠাণ্ডা যুদ্ধকে প্রশমিত করেছে। 1990 সালে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট সরকারের পতন ও দুই জার্মানির ঐক্যবদ্ধতা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। 1990 সালে ইরাকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অনুমোদনের সময় রাশিয়া, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ঐকমত্য প্রকাশ করেছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এইসব বিভিন্ন ঘটনাবলী ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস করে দ্যতাঁত প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে। 1991 সালে ওয়ারশ জোট ভেঙে দেওয়ার পর ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- প্রথম পর্যায়ে, ঠাণ্ডা যুদ্ধ মূলতঃ ইউরোপে কেন্দ্রীভূত ছিল।
- দ্বিতীয় পর্যায়ে, ঠাণ্ডা যুদ্ধের কেন্দ্র পূর্ব এশিয়াতে স্থানান্তরিত হয়।
- তৃতীয় পর্যায়ে, কোরিয়া যুদ্ধের শেষে ঠাণ্ডা যুদ্ধ ইন্দোচীন ও পশ্চিম এশিয়াতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
- চতুর্থ পর্যায়ে, 1961 সালে বার্লিনকে কেন্দ্র করে ঠাণ্ডা যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করেছিল।
- 1970-এর দশকের শেষে আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে নতুনভাবে ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

দ্যতাঁত (Detente) বা বন্ধুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা

পূর্ব-পশ্চিমের বিরোধ ও ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর হ্রাস পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ ও উত্তেজনা হ্রাস পেলে উভয়ের মধ্যে দ্যতাঁত প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্যতাঁত বলতে বিরোধ বা দ্বন্দ্বের অবসান বোঝায় না। দ্যতাঁতের ফলে পারস্পরিক স্বার্থে সীমিত ক্ষেত্রে বোঝাপড়া ও সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়েছিল (Detente actually facilitates compromise and cooperation in limited spheres for mutual interests.)। হেনরী কিসিঙ্গারের মতে, "Detente is a process, not a permanent achievement-obviously the main concern must be to reduce the sources of potential conflict."

দ্যতাঁত একটি ফরাসি শব্দ, তার অর্থ হল বন্ধুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দ্যতাঁত বলতে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমন ও সমঝোতার মাধ্যমে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা বোঝায়। অনেকের মতে, ফরাসি রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গল পঞ্চাশের দশকে এই শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর ধারণা ছিল পূর্ব-পশ্চিমের সম্পর্ক বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক স্তরে উন্নীত হবে। ইউরোপে মার্কিন একাধিপত্য হ্রাস করার জন্য তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস করে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। পরবর্তীকালে জার্মান রাষ্ট্রপতিও দ্যতাঁত প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।

ঠিক কোন সময়ে ঠান্ডা যুদ্ধ প্রশমিত হয়ে দ্যতাঁত শুরু হয় তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা শক্ত। 1953 সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রতি অধিকতর নমনীয় মনোভাব অনুসরণ করতে থাকে। রাশিয়া ও আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মধ্য দিয়ে দ্যতাঁতের পথ প্রশস্ত হয়। 1955 সালে ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিন জেনিভা শীর্ষ সম্মেলনে আইসেনহাওয়ার ও ইডেনের সঙ্গে মিলিত হন ও সোভিয়েত নেতারা নতুন নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেন। এই শীর্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে দ্যতাঁতের পথ প্রশস্ত হয়।

1959 সালের মার্চে দ্যতাঁতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। 1959 সাল ক্রুশ্চেভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন ও 1960 সালের মে মাসে পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত U-2-এর ঘটনা শীর্ষ সম্মেলন ব্যাহত করে দ্যতাঁতের পরিবেশ নষ্ট করে।

1963 সালে দ্যতাঁতের নতুন যুগ শুরু হয়। রাশিয়া আংশিক আণবিক পরীক্ষা নিরোধক চুক্তি স্বাক্ষরে সম্মত হলে দ্যতাঁতের পথ প্রশস্ত হয়। 1969 সালে উইলি ব্রান্ট পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করার পর দ্যতাঁতের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ব্রান্ট উৎসাহের সঙ্গে তাঁর Ostopolitik অনুসরণ করতে থাকেন ও তাঁর উদ্যোগে ইউরোপে উত্তেজনা ও বিরোধের তীব্রতা হ্রাস পায়।

সত্তরের দশকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন দ্যতাঁত প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নিক্সনের পররাষ্ট্র নীতির মূল বক্তব্য ছিল রুশ-মার্কিন বিরোধ প্রশমিত করা, চীনকে আন্তর্জাতিক কাঠামোর মধ্যে গ্রহণ করা, পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মার্কিন দায়-দায়িত্ব সঙ্কুচিত করা। ঐ সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি

কমিউনিস্ট শিবিরের সঙ্গে দ্যতাঁত প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। হেনরী কিসিঙ্গারও সেই সময় মন্তব্য করেন যে, শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি গড়ে তোলার জন্য দ্যতাঁতের প্রয়োজন রয়েছে।

1970 সালে উইলি ব্রান্টের উদ্যোগে জার্মানি রাশিয়া ও পোল্যান্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ক্রমে ক্রমে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে রাশিয়া ও চীনের সম্পর্কের উন্নতি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে চীনকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ দান করা হয়। ক্রমে ক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। 1972 সালে SALT (Strategic Arms Limitation Talks) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মহাকাশ গবেষণা, বাণিজ্য ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 1973 সালের জুন মাসে লিওনিদ ব্রেজনেভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান ও কৃষির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তি বিনিময়, সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও গবেষণা বিষয়ে চুক্তি সম্পাদিত হয়। 1973 সালের অক্টোবরে আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ শুরু হলে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সাময়িকভাবে সম্পর্ক তিক্ত হয়। তবে 1974 সালের জুন মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি সোভিয়েত রাশিয়া সফরে যান ও উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে এ. বি. এম. সীমিতকরণ চুক্তি (Treaty on the Limitation of Anti-Ballastic Missile System) সম্পাদিত হয়।

1975 সালে হেলসিংকিতে ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্পর্কিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে ইউরোপের 33টি দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে যেসব নীতি গৃহীত হয় সেগুলি হল—

- প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা রক্ষা,
- বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকা,
- অলঙ্ঘনীয় সীমান্ত,
- শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা,
- প্রতিটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা,
- অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা,
- চিন্তা, বিবেক, ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা, আণবিক অস্ত্রের অধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন।
- প্রত্যেক জাতির সমান অধিকার ও প্রত্যেকের নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার।
- সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা।
- আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন। হেলসিংকি সম্মেলন ইউরোপে উত্তেজনা প্রশমনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

1977 সালের মে মাসে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য 32টি রাষ্ট্র পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে একটি কনভেনশনে স্বাক্ষর করে। 1979 সালের জুন মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার ও ব্রেজনেভের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি (SALT-2) স্বাক্ষরিত হয়। তবে মার্কিন সিনেট ঐ চুক্তি শেষ পর্যন্ত অনুমোদন করেনি।

আশির দশকে আফগান সমস্যাকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার নতুন করে ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হয়। এ্যাঙ্গোলা, ইথিওপিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিকারাগুয়ার সমস্যাকে কেন্দ্র করে রুশ-মার্কিন সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। 1980 সাল থেকে দ্যতাঁতের অবসান হয়। 1982 সালের অক্টোবরে ব্রেজনেভ স্বীকার করেন যে, দ্যতাঁত শেষ হয়েছে। "Russia declares detente with the USA as dead". মার্কিন রাষ্ট্রপতি রেগন (1980-84) প্রশাসনের প্রথম 4 বৎসরে মার্কিন সামরিক শক্তিবৃদ্ধির উপর অতিরিক্ত ও গুরুত্ব আরোপ করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি নক্ষত্রযুদ্ধের পরিকল্পনা ঘোষণা করলে অস্ত্র প্রতিযোগিতা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়।

1985 সালে রুশ-মার্কিন শীর্ষ সম্মেলনের ফলে উভয় দেশের সম্পর্কের উন্নতি হয়। সেই সময় থেকেই মিখাইল গর্বাচেভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের সুস্পষ্ট ইচ্ছা ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী তিন বছরে উভয় দেশের মধ্যে ব্যাপক কূটনৈতিক আলোচনার ফলে 4টি শীর্ষ সম্মেলন এবং নিয়মিতভাবে সরকারি সচিবদের মধ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তার ফলে, 1987 সালের ডিসেম্বরে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যবর্তী পাল্লার আণবিক শক্তির বিলোপকরণ চুক্তি (Treaty Eliminating U. S. and Soviet Intermediate Range Nuclear Forces) স্বাক্ষরিত হয়।

1988 সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি মিখাইল গর্বাচেভ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ঘোষণা করেন। 1989 সালে জর্জ বুশ রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সঙ্কোচনের (Containment) নীতি ত্যাগ করে রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক সমাজের

সঙ্গে যুক্ত করতে চায়। 1990 সালে পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন এক যুগান্তকারী ঘটনা। 1991 সালে রাশিয়াতে গর্বাচেভ কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। এইভাবে রাশিয়া ও সমগ্র পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান ঘটে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও (পূর্বতন) সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ ও উত্তেজনা হ্রাসের ফলে পশ্চিমী অকমিউনিস্ট শিবিরের সঙ্গে দ্যতাঁত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- দ্যতাঁত একটি ফরাসি শব্দ। এর অর্থ বন্ধুত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।
- স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর দ্যতাঁতের প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছিল। 1959 সালের মার্চে দ্বিতীয় পর্যায় ও 1963 সালের গ্রীষ্মে দ্যতাঁতের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল।

দ্যতাঁতের কারণ

বিশ্বরাজনীতিতে অনেক নতুনতর পরিবর্তনের ফলে 1950-এর দশকে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দ্যতাঁত গড়ে ওঠে। আণবিক অস্ত্র সংক্রান্ত প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি, নিরবচ্ছিন্ন অস্ত্র প্রতিযোগিতা, পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক সঞ্জীবন, উত্তর আটলান্টিক চুক্তিসংস্থার মধ্যে বিভেদপ্রবণতা ও চীন-রাশিয়ার বিরোধ দ্যতাঁতের পথ প্রশস্ত করেছিল। চীন-রাশিয়ার বিরোধ রাশিয়াকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রতি অধিকতর নমনীয় মনোভাব গ্রহণে প্রণোদিত করেছে। রাশিয়া প্রথম দিকে আশা করেছিল যে, দ্যতাঁতের মাধ্যমে পশ্চিমী জোটের মধ্যে ফাটল ধরানোর সুবিধা হবে।

- পশ্চিমী শক্তিবর্গ একাধিক কারণে দ্যতাঁত সমর্থন করেছিল। ইউরোপে ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইটালি প্রভৃতি দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে পুনরুজ্জীবিত হবার পর ইউরোপে মার্কিন আধিপত্য সহ্য করতে রাজী ছিল না। তারা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ দূর করে, উত্তেজনা ও বিরোধ প্রশমিত করে ইউরোপে মার্কিন একাধিপত্য হ্রাস করতে আগ্রহী ছিল।
- ইতিমধ্যে NATO-র ঐক্যেও ফাটল দেখা যায়। ফ্রান্সের সঙ্গে ন্যাটোর মনোমালিন্য শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করেছিল যে, দ্যতাঁতের ফলে উত্তেজনা প্রশমিত হলে NATO-র মধ্যস্থিত দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলির সমাধান সহজ হবে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও দ্যতাঁতের পথ প্রশস্ত করেছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধে প্রবল অর্থব্যয়, ঐ যুদ্ধের প্রতি মার্কিন জনগণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিরোধের পথ পরিত্যাগ করে রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে বোঝাপড়া ও দ্যতাঁতের পথ বেছে নেয়।
- মার্কিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দ্যতাঁত অনুসরণের অন্যতম কারণ। মার্কিন অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন বাজারের প্রয়োজন ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন প্রসারিত করার জন্য দ্যতাঁত প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হয়েছিল।

সোভিয়েত রাশিয়াও একাধিক কারণে দ্যতাঁত প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল।

- পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্যে ফাটল ধরেছিল। পূর্ব ইউরোপের বহু দেশই তাদের উপর রাশিয়ার আধিপত্য মেনে নিতে রাজী ছিল না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তারা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেন প্রসারিত করতে আগ্রহী ছিল। সেই অবস্থায় রাশিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে বিরোধ প্রশমিত করে দ্যতাঁত প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে উঠেছিল।
- চীন-সোভিয়েত বিরোধ 1960-এর দশক থেকেই এত তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে, চীন রাশিয়াকে প্রধানতম শত্রুরূপে চিহ্নিত করেছিল, ও তাকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী বলে অভিহিত করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ বিরোধের সুযোগ নিয়ে চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছিল। সেই অবস্থায় রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্যতাঁত প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়েছিল।
- রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকট রাশিয়াকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদানে উৎসাহিত করেছিল। অর্থনৈতিক যোগাযোগ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে রাশিয়া দ্যতাঁত প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল।

- সবশেষে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 1970-এর দশকে তৈল সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার পথ বেছে নিয়েছিল।

1990 সালে বিশ্বরাজনীতিতে অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। পূর্ব ইউরোপের প্রায় সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থার পতন হয়েছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু বার্লিন প্রাচীর ধ্বংস করে দুই জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য প্রসারিত করেছে। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনও বহুগুণ সম্প্রসারিত হয়েছে। এই অবস্থায় ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান হয়। দ্যতাঁতের ক্ষেত্র প্রশস্ততর ও গভীরতর হয়েছে।

রাশিয়াতেও চলেছিল সংস্কার ও গণতন্ত্রীকরণের নব যজ্ঞ। রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের যোগাযোগ ও বোঝাপড়া ঘনিষ্ঠতর হয়েছে ও দ্যতাঁতের পথ প্রশস্ত হয়েছে। সেদিক থেকে 1990 সাল থেকেই বিশ্বে ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও তার উত্তেজনা বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। 1991 সালে মিখাইল গর্বাচেভ ওয়ারশ জোট ও কামেকন বিলুপ্ত করেছেন। তার ফলে বিশ্বে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান হয়েছে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- বিভিন্ন কারণে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পেয়ে দ্যতাঁত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেমন— আটলান্টিক জোটের মধ্যে অনৈক্য, আণবিক যুদ্ধের ভীতি, চীন-রাশিয়ার বিরোধ ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি।

দ্যতাঁতের প্রভাব

- দ্যতাঁত বিশ্বে ঠান্ডা যুদ্ধের উত্তেজনা হ্রাস করতে সাহায্য করেছে। 1970 সালের মস্কো-বন চুক্তি পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির মধ্যে বোঝাপড়ার পথ সুগম করেছিল। 1970 সালের বার্লিন চুক্তি বার্লিন সমস্যা বিষয়ে উত্তেজনা হ্রাস করেছিল।
- দ্যতাঁত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বোঝাপড়া ও সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করেছিল।
- দ্যতাঁতের ফলে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছিল ও সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হয়েছিল।
- দ্যতাঁতের কারণেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়েছিল। পরবর্তীকালে দুই ভিয়েতনাম ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।
- দ্যতাঁতের ফলে দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে আণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছিল এবং SALT (I) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
- তবে 1970-এর দশকে বিভিন্ন কারণে দ্যতাঁতের পরিবেশ নষ্ট হয়েছিল, যেমন—
- 1979 সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপ দ্যতাঁত নষ্ট করেছিল।
- মার্কিন রাষ্ট্রপতি রেগনের নতুন পররাষ্ট্র নীতি দ্যতাঁতের উপযোগী মনোভাব নষ্ট করেছিল।
- পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া নিকারাগুয়া, এল. সালভাডোর ও গ্রেনাডাতে মার্কিন হস্তক্ষেপের জন্য ক্ষুব্ধ হয়েছিল।
- মার্কিন প্রশাসন অ্যাঙ্গোলা ও মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের জন্য অসন্তুষ্ট ছিল।

1980-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাব প্রতিরোধের জন্য পররাষ্ট্র নীতির নতুন কৌশল গ্রহণ করেছিল। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ও ভারত মহাসাগরে মার্কিন নৌবহরকে সুসংগঠিত করা হয়েছিল। SALT (II) চুক্তিও অনুমোদিত হল না।

- প্রত্যেক শিবিরভুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মনোভাব প্রসারিত হয়েছে।
- বিশ্বরাজনীতিতে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে আগ্রহী।
- জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রসার।
- ঠান্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস ও দ্যতাঁতের ফলে বহুমেরুকেন্দ্রিকতার গতি শক্তিশালী হয়েছে।

বস্তুতঃ বিগত চার দশকে বহু অভাবনীয় পরিবর্তনের ফলে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার উল্লম্ব ও অনুভূমিক সম্প্রসারণ হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বে বহু শক্তিকেন্দ্রের উদ্ভব হয়েছে। সেই কারণে দ্বিমেরুভিত্তিক মডেলের মধ্যে দিয়ে বর্তমান বিশ্বরাজনীতিকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। কোন একটি মডেলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সব জটিলতাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এখনও নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- ঠান্ডা যুদ্ধের প্রভাবে পৃথিবী দুই মেরুতে বিভক্ত হয়েছিল।
- ক্রমে ক্রমে দ্বিমেরুভিত্তিক বিভাজনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল।
- 1960-এর দশকে সোভিয়েত শিবিরের ঐক্যে ভাঙন শুরু হয়েছিল।
- পশ্চিমী শিবিরের মধ্যেও মতভেদ ও অনৈক্য দেখা গিয়েছিল।
- বিশ্বের বহু নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ কোন শিবিরে যোগদান না করে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।
- আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে পরবর্তীকালে বহুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর ঠান্ডা যুদ্ধের প্রভাব (Impact of Cold War on International Politics)

- ঠান্ডা যুদ্ধ বিশ্বরাজনীতিতে জটিলতার সৃষ্টি করে রাষ্ট্রসংঘের কার্যকারিতা হ্রাস করেছিল। তার ফলে, রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সর্বত্র প্রসারিত হতে পারেনি। নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে কার্যকরী যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি।
- ঠান্ডা যুদ্ধের জন্য বিশ্বে আণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য ধরনের অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া—দুই অতি বৃহৎ শক্তিই বিপুল পরিমাণ পরিমাণু অস্ত্র সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত ছিল। একটি সর্বাত্মক পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কায় বিশ্ব ভীতসন্ত্রস্ত ছিল।
- ঠান্ডা যুদ্ধ বিভিন্ন দেশের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করে বিশ্বের অপর্যাপ্ত সম্পদকে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরির কাজে নিযুক্ত করেছিল। তার ফলে, মানবসমাজের অবশ্য প্রয়োজনীয় চাহিদা উপেক্ষিত ছিল। মানবসমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে ঠান্ডা যুদ্ধ ব্যাহত করেছিল।
- ঠান্ডা যুদ্ধ বিশ্বে আতঙ্ক ও উদ্বেগ বৃদ্ধি করে যুদ্ধের আতঙ্ক ছড়িয়ে নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা ব্যাহত করেছিল।
- ঠান্ডা যুদ্ধের আতঙ্ক ও প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপই জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন প্রসারিত হয়েছিল।
- ঠান্ডা যুদ্ধের সময় আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়েই উন্নয়নশীল দেশগুলির বন্ধুত্ব ও সমর্থন আদায়ের জন্য ব্যস্ত ছিল। তার ফলে, বিশ্বরাজনীতিতে অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলির গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছিল।
- ঠান্ডা যুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে তার অপ্রতিহত প্রাধান্য স্থাপন করতে পারেনি।
- ঠান্ডা যুদ্ধের সময় ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অপ্রতিহত জয়যাত্রা সম্ভব হয়নি।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- ঠান্ডা যুদ্ধ পৃথিবীকে দুটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত করেছিল।
- ঠান্ডা যুদ্ধ বিশ্বরাজনীতিতে জটিলতার সৃষ্টি করে রাষ্ট্রসংঘের কার্যকারিতা হ্রাস করেছিল।
- ঠান্ডা যুদ্ধ বিশ্বে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও আণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করেছিল। তার ফলে নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছিল।
- ঠান্ডা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল।

ঠান্ডাযুদ্ধের অবসানের কারণ

1980-এর দশকের শেষ থেকে 1990-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে ঠান্ডাযুদ্ধের অবসান হয়। লন্ডন শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে আটলান্টিক জোটভুক্ত দেশগুলো পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়।

ঠান্ডাযুদ্ধের অবসানের কারণ নিয়ে মতভেদ আছে।

1. অনেকের মতে আমেরিকা ও রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের জন্য ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান হয়েছে। দুই শক্তিধর রাষ্ট্রই বুঝতে পেরেছিল যে আণবিক যুদ্ধ উভয়ের পক্ষে আত্মঘাতী হবে। কেউই সে যুদ্ধে জয়লাভ করবে না।

2. ঠান্ডাযুদ্ধের সময় সামরিক ও অস্ত্রসজ্জায় প্রচুর খরচ হয়েছিল। পরে উভয় রাষ্ট্রই বুঝতে পেরেছিল যে ঐভাবে অর্থ অপচয় করা অর্থহীন।
3. দুই শক্তিধর রাষ্ট্র বুঝেছিল যে Proxy war-এ জড়িয়ে পড়ে লাভ নেই। ঐ সব চিন্তাভাবনা করেই উভয় শিবির অনমনীয় মনোভাব ত্যাগ করে সামরিক খাতে ব্যয় কমিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য এগিয়েছিল। ইউরোপে কমিউনিজমের পতন ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান এনেছিল।

বিভিন্ন কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের অবসান হয়। দীর্ঘমেয়াদী কারণের মধ্যে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক কাঠামোগত দুর্বলতা, আধুনিকীকরণের অক্ষমতা এবং গর্বাচেভের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাক্তন কর্ণধার মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য গ্লাসনস্ত (Glasnost) ও পেরেস্ত্রৈকা (Perestroika) নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। গ্লাসনস্তের মূল সূত্র হল—

1. সমালোচনার অধিকার দান,
2. প্রচার মাধ্যমের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস,
3. ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকার।

এই সব ব্যবস্থা পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে দ্রুত পরিবর্তন নিয়ে এল। প্রচার মাধ্যমের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমানোর সঙ্গে সঙ্গে জনমতের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেল।

গ্লাসনস্তের প্রভাবে কমিউনিস্ট দলের কর্তৃত্ব ও প্রভাব খর্ব হয়েছিল।

পেরেস্ত্রৈকার মূল নীতি ছিল—

1. নতুন আইনসভা গঠন (2/3 সদস্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবে, অকমিউনিস্ট প্রার্থীরা নির্বাচিত হতে পারবে)।
2. Executive President পদ প্রবর্তন।
3. নতুন Enterprise আইনের প্রচলন—ঐ আইন অনুসারে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলোকে উৎপাদিত দ্রব্যের এক অংশ খোলাবাজারে বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

1987 সালে গর্বাচেভ ব্যক্তিগত খামার ও ব্যবসায়িক সমবায় সমিতিগুলোকে আইনগত স্বীকৃতি দিলেন।

1989 সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন এল, কমিউনিস্ট দলের বহু প্রার্থী পরাজিত হল। 1989 সালের মে মাসে আইনসভার আলোচনায় স্বাধীনভাবে বিতর্ক হয়েছিল। 1989 সালে কমিউনিস্ট দলের প্রভাবশালী ভূমিকার অবসান হল।

1991 সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়। সোভিয়েত রাশিয়া ও 15টি অন্যান্য রাষ্ট্রের উদ্ভব হল।

পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতন

পূর্ব ইউরোপে বার্লিন প্রাচীরের পতনের (নভেম্বর, 1989) সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিজমের পতন শুরু হয়। পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতনের কয়েকটি কারণ ছিল।

পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে চার দশক ধরে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নতুন নয়। 1956 সালে হাঙ্গেরিতে ও পোল্যান্ডে, 1968 সালে চেকোশ্লোভাকিয়াতে কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সোভিয়েত নেতারা পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জাতীয় আভ্যন্তরীণ পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁরা সোভিয়েত শিবিরের অখণ্ডতা ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জাতীয় বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি—এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনে ব্যস্ত ছিলেন।

গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকার Demonstration effect ছিল সুদূরপ্রসারী। 1985 সালের পর ইউরোপের কমিউনিস্ট নেতারা সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত হাতিয়ার হারিয়ে ফেলেছিলেন। আগে ঐ হাতিয়ারের দ্বারা তাঁরা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। গর্বাচেভের ঘোষিত নতুন নীতি দুটি বিদ্রোহীদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

1988 সালে হাঙ্গেরিতে বিরোধী দল কমিউনিস্ট নেতা Janos Kadar-কে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। 1989 সালের জানুয়ারিতে হাঙ্গেরির পার্লামেন্ট স্বাধীন দলগুলিকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অনুমতি দিয়েছিল।

1989 সালের সেপ্টেম্বরে হাঙ্গেরি পূর্ব জার্মানির উদ্বাস্তুদের অস্ট্রিয়ার সীমানা অতিক্রম করে চলাচলের অনুমতি দিয়েছিল। 1989 সালের অক্টোবরে হাঙ্গেরি নতুন সংবিধান গ্রহণ করে বহুদলীয় গণতন্ত্রকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল।

1989 সালের নভেম্বরে চেকোশ্লোভাকিয়া তার সীমান্ত খুলে দিয়ে পূর্ব জার্মানির জনগণকে পশ্চিম জার্মানিতে যাবার সুযোগ দিয়েছিল। পূর্ব জার্মানি থেকে এত লোক পশ্চিম জার্মানিতে চলে যেতে শুরু করেছিল যে পূর্ব জার্মানির সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে বার্লিন ভেঙে দিয়েছিল।

1989 সালের 10 ই নভেম্বর বুলগেরিয়াতে কমিউনিস্ট দল পদত্যাগ করেছিল।

24 শে নভেম্বর, 1989 চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট নেতারা পদত্যাগ করেছিল।

6 ই ডিসেম্বর, 1989 পূর্ব জার্মান সরকার পদত্যাগ করেছিল।

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে সংস্কারের ধারা উপর থেকে শুরু হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে রাজনৈতিক পরিবর্তনের গণভিত্তি তৈরি ছিল। তার ফলে অতি দ্রুত সমগ্র পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতন হয়েছিল।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে, 1980-র দশক থেকে কমিউনিস্ট শিবির তুলনামূলকভাবে অনেক অসুবিধায় পড়েছিল। তার জন্যই পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনগণ কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা পরিত্যাগ করেছিল।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- 1980-এর দশকের শেষে বিভিন্ন কারণে বিশ্বে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান হয়েছে।
- রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতনের জন্য কয়েকটি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণ দায়ী।
- আভ্যন্তরীণ কারণের মধ্যে কয়েকটি স্বল্পমেয়াদী ও কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদী কারণ বর্তমান।

ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা (International System in Post-Cold-War Era)

ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যেমন—

ঠান্ডা যুদ্ধের পর বিশ্বের দ্বিমেরুভিত্তিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে এবং পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার বিভাজনের ফলে রাশিয়ার শক্তি ও মর্যাদা অনেক হ্রাস পেয়েছে। নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রকৃতি বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকে এই ব্যবস্থাকে একমেরুভিত্তিক বলে বর্ণনা করেছেন। বর্তমান বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে।

1. কেউ কেউ এই ব্যবস্থাকে unipolycentric বলে বর্ণনা করেছেন। অনেকে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে সংশোধিত বহুমেরুকেন্দ্রিক ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেন। বহু রাষ্ট্র ও অরাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা এই বিশ্বরাজনীতি পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে।
2. Joseph Nye বর্তমান বিশ্বের বহুমুখী পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উল্লেখ করেছেন। এই বিশ্বে ঐক্যসাধনকারী শক্তি ও অনৈক্যসাধনকারী শক্তি একই সঙ্গে কাজ করে চলেছে।
3. James Rosenau বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার কতকগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। বিশ্বায়নের দুরন্ত প্রবাহ ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে কতকগুলি ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে—দক্ষতার বিপ্লব, যোগাযোগের বিপ্লব, তথ্য-প্রযুক্তির বিপ্লব, সম্পর্কগত বিপ্লব। তার সঙ্গে সচলতার বিপ্লব এসেছে—মূলধনের সচলতা, প্রযুক্তির সচলতা, বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ মানুষের সচলতা। বিশ্ব কাঠামো দু'ভাগে বিভক্ত—রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশ্ব ও বহুকেন্দ্রিক বিশ্ব। তার ফলে, বহুস্তরবিশিষ্ট প্রশাসনের (Multi-layer governance) উদ্ভব হয়েছে। জাতীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। রসনুর মতে, সমস্ত বিশ্বে আজ কর্তৃত্বের সংকট দেখা গেছে।[3]
4. ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে আঞ্চলিক সংগঠনগুলির গুরুত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে NATO জোটের প্রসারণ, ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের আয়তন ও কার্যধারার প্রসার, এজিয়ানের গতিশীল কার্যসূচী এ্যাপেকের (APEC) বহুমুখী প্রকল্পের ঘোষণা—উল্লেখযোগ্য।
5. বিশ্বের ধনী দেশগুলি একটি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (A Security community) গড়ে তুলে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুদ্ধের আশঙ্কা হ্রাস করেছে। তবে, ইরাক যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে ইরাকে মার্কিন সামরিক উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে আমেরিকার সঙ্গে ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানির তীব্র মতবিরোধ দেখা গেছে।

---

3. James Rosenau, *Distant Proximities*, Princeton Press, 2003, p. 120.

6. নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠেছে। জাপান অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভূত শক্তি অর্জন করলেও সামরিক শক্তিরূপে নিজেকে অগ্রণী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আগ্রহী নয়।
7. পৃথিবীতে ধনী দেশগুলির সঙ্গে দরিদ্র এবং শক্তিমান দেশসমূহের সঙ্গে দুর্বল দেশগুলির শক্তিগত পার্থক্য ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকের মতে, নতুন ব্যবস্থায় দরিদ্র ও দুর্বল দেশগুলির প্রভাব খর্ব হয়েছে।
8. নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় জোট-নিরপেক্ষতার কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই বলে অনেকে মনে করছেন। অনেকের মতে, দ্বিতীয় বিশ্ব বলে কিছু নেই। তাই 'তৃতীয় বিশ্ব' কথাটি অপ্রাসঙ্গিক।
9. এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেকে মনে করছে যে, বৃহৎ শক্তিজোটগুলো উন্নয়নশীল বিশ্বের আনুগত্য লাভের জন্য তেমন আগ্রহী নয়।
10. বর্তমান বিশ্বে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর অনেকের মতে রাজনৈতিক মতাদর্শগত ঠান্ডা যুদ্ধের পরিবর্তে অর্থনৈতিক ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বকে বহুকেন্দ্রিক বলে বর্ণনা করা হয়।
11. ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান ও ইউরোপে কমিউনিজমের পতনের পর সারা বিশ্বে ধনতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের ধনী দেশগুলির লক্ষ্য হল উদার ধনতন্ত্রের উৎপাদন ব্যবস্থা সারা বিশ্বে প্রসারিত করা। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে আর্থিক ঋণ ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দানের শর্তরূপে ধনী শিল্পোন্নত দেশগুলি—মুক্ত বাণিজ্য, উদার আমদানি, বেসরকারীকরণ প্রভৃতি শর্ত চাপিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীতে ব্যবসায়ী করপোরেট ক্ষেত্রের প্রাধান্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
12. বর্তমান বিশ্বে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে আর্থিক বৈষম্য ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। বিশ্বের বহু মানুষের দারিদ্র্য—সামাজিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিষয় আজ বিশ্ব রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। বিশ্বায়নের ফলে অনুন্নতি ও দারিদ্র্য—উন্নয়নের কৌশল ও দারিদ্র্য হ্রাসকারী কর্মসূচী সব আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আলোচনায় অনেক বেশি অগ্রাধিকার পেয়েছে।
13. বিশ্বায়ন ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে আর্থিক ব্যবধান সম্বন্ধে বিশ্বজনগণকে অনেক বেশি সচেতন করে তুলছে। তার ফলে, উন্নয়নশীল বিশ্বের নেতারা ঐ বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।
ধনী-দেশগুলি দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ভর্তুকি (Subsidy) হ্রাস করতে বলছে। নিজেরা কিন্তু জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভর্তুকি দিচ্ছে। মূলধনের বিশ্বব্যাপী চলাচলের জন্য চাপ দিচ্ছে। কিন্তু নিজ দেশে শ্রমের সচলতা ও শ্রমিকের সচলতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে চাইছে।
উন্নয়নশীল দেশগুলি ধনী দেশগুলির এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে কানকুন সম্মেলনে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।
14. বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ফলে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা চলছে। ধনী শিল্পোন্নত দেশগুলিও ঐ প্রতিযোগিতায় রত। অনেকের মতে ভবিষ্যতে Capitalist Trade War (ধনতান্ত্রিক বাণিজ্য যুদ্ধ) পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করবে। আঞ্চলিক বাণিজ্য-যুদ্ধের প্রবণতা বাড়বে।
15. ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে আণবিক শক্তির প্রসারণ ও অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়নি। বরং আণবিক অস্ত্রের প্রসারণ ও সাধারণ অস্ত্রের উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু উন্নয়নশীল দেশের প্রচুর অর্থ অস্ত্র কিনতে ব্যয় হচ্ছে।
16. ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে জাতি-উপজাতিগত বিরোধ (যুগোশ্লাভিয়া), গৃহযুদ্ধ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিবাদ বহু রাষ্ট্রকে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আবির্ভাবে ইন্ধন দিয়েছে।
17. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্ব (Democratic Peace Theory) প্রচার করে বালকানের নতুন রাষ্ট্রগুলিতে ও অন্যান্য সব উন্নয়নশীল দেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। ঐ গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্ব অনুযায়ী গণতন্ত্র সারা বিশ্বে প্রসারিত হলে যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে ও পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করবে।
কিন্তু বহু দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্রের উপযোগী আর্থ-সামাজিক পরিবেশ নেই। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো শক্তিশালী নয়। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকশিত হয়নি। তার ফলে, ঐ সব দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিয়ে অনেকে চিন্তিত।
18. বর্তমান বিশ্বে বহুসংখ্যক অতিজাতীয় এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কার্যাবলী প্রসারিত হয়েছে। তারা নিজ নিজ কার্যের দায়িত্ব নিপুণভাবে পরিচালনায় আগ্রহী। অনেকের মতে ধীরে ধীরে জাতীয় স্তরে ও বিশ্বজনীন স্তরে পৌর সমাজ (Civil Society) প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী হয়ে উঠছে।

19. সাম্প্রতিক কালে বহুমুখী সংস্কৃতির (Multi-culturalism) ধারা প্রসারিত হচ্ছে। অনেকের মতে, ভবিষ্যতে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব বিশ্ব রাজনীতিতে বিপদ ডেকে আনবে।
20. বর্তমান বিশ্বে নারীবাদী আন্দোলন, পরিবেশগত আন্দোলন, মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হয়েছে।
21. সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় মৌলবাদের প্রসারের জন্য অনেকেই উদ্বিগ্ন।
22. আন্তর্জাতিক স্তরে সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থী কার্যকলাপ, অপরাধমূলক কার্যাবলী দিন দিন প্রসারিত হয়েছে। Cross-border terrorism, cross-border crimes ও cross-border drug smuggling দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। অধ্যাপক রসনু তাই মন্তব্য করেছেন যে, ব্যাপক অনিশ্চয়তা, বিভ্রান্তি ও আপাত বিরোধিতা বিশ্ববাসীর মনে অস্থির উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে (The modern epoch is marked by pervasive uncertainties, perplexing ambiguities and unending contradictions fostered by a wide-range of dynamics.)।[4]

Table-15

ঠান্ডাযুদ্ধের পরবর্তীকালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

- ★ আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ★ বিশ্বায়নের প্রসার হয়েছে।
- ★ সারা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়েছে।
- ★ বহু অতিজাতীয় সংগঠন গড়ে উঠেছে।
- ★ আঞ্চলিকতার ধারা প্রসারিত হয়েছে।
- ★ পরিবেশ-দূষণ সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে।
- ★ বড় যুদ্ধের সংখ্যা কমে গেছে। তবে অনেক রাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ চলছে।
- ★ আণবিক অস্ত্র প্রসারিত হয়েছে।
- ★ নতুন শক্তিকেন্দ্রের উদ্ভব হচ্ছে। চীন বিশ্বরাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে তৎপর।
- ★ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বেড়েছে।
- ★ বিভিন্ন অরাষ্ট্রীয় সংগঠন আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- ❑ ঠান্ডা যুদ্ধের পর বিশ্বের দ্বিমেরুভিত্তিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।
- ❑ বহু আঞ্চলিক জোটের গুরুত্ব ও প্রভাব বেড়েছে।
- ❑ 1990-এর দশকে বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের প্রভাব বেড়েছে।
- ❑ বর্তমান বিশ্বে আঞ্চলিক ঐক্যবদ্ধতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিপরীত ধারা লক্ষ্য করা যায়।
- ❑ পৃথিবীতে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে শক্তিগত পার্থক্য দিন দিন বেড়েছে।
- ❑ নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক-সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে পার্থক্য বেড়েছে।
- ❑ বিশ্বে ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের অশুভ প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে।
- ❑ এখন জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে বলে মনে করা হয়।
- ❑ বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার গুরুত্ব বেড়েছে।
- ❑ ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে জাতি-উপজাতিগত বিরোধ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিবাদ বিশ্বশান্তি নষ্ট করছে।
- ❑ অতিজাতীয় সংগঠন ও অতিজাতীয় আন্দোলনের প্রভাব প্রসারিত হয়েছে।

4. James Rosenau, Ibid, preface.